[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।

আজ প্রয়াত শিক্ষক মামনুর আহমেদের জানাজা

মেহেরপুর শহরের যাদবপুর রোডের মরহুম ডাক্তার আব্দুল বাকীর চতুর্থ পুত্র, মুজিবনগর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়াত মামনুর আহমেদের (৬৯) জানাজা আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, জানাজার নামাজ শেষে তাকে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

উল্লেখ্য, তিনি গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম মামনুর আহমেদ ছিলেন একজন সৎ, নীতিবান ও জনপ্রিয় শিক্ষক। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মুজিবনগর সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করে অসংখ্য

ছাত্রছাত্রীর প্রিয় শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান

প্যারোলে দুই ঘণ্টার মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেন পাশা। আজ মঙ্গলবার (২৪ জুন) সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই সময়সীমায় তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান পাশার মা গতকাল সোমবার (২৩ জুন) কুষ্টিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বিষয়টি জানার পর তার পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করে। প্রশাসন আবেদন মঞ্জুর করলে মেহেরপুর কারাগার থেকে পুলিশ প্রহরায় পাশাকে তার নিজ গ্রাম মিনাপাড়ায় নেওয়া হয়।

মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার মায়ের দাফন সম্পন্ন হয়। পরে আবারও কড়া প্রহরায় পাশাকে মেহেরপুর কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।

জানাজায় এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এলাকাবাসীর চোখে অশ্রু দেখা যায় এই সময়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের আগস্টের পরবর্তী সময়ে নাশকতার একটি মামলায় আনোয়ার হোসেন পাশা গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দি আছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জানাজা অনুষ্ঠিত

ভোলায় পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আবদুর রহিমের গায়েবানা জানাজা মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১ আগস্ট) বেলা এগারোটার দিকে এই জানাজা হয়।

জানাজায় বিএনপি, অংগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। তারা নিহত আব্দুর রহিমের রুহের মাগফিরাত কামান করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

জানাজা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।।

জানাজায় অংশ নেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ইলিয়াছ হোসেন, আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক সেন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, বিদ্যুতের দাবিতে কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ। বিএনপির এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পুলিশ দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছে। গুলি করে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা করে আমাদের আন্দোলনকে দমন করতে চায়। এটা প্রমাণিত হয়েছে এই দেশের মানুষ এই ফ্যাসিবাদী সরকারের দমননীতিকে ভয় করেনা। দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে হলেও দেশ রক্ষা করবে বিএনপি নেতা কর্মীরা।

তারা বলেন, আব্দুর রহিমের রক্তকে বৃথা যাবেনা। এই শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা হবে।